৩৫তম সংখ্যা | অক্টোবর-ডিসেম্বর | ২০১৯

ত্রৈমাসিক

আমিক বার্তা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্‌থ সেক্টরের মুখপত্র

আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরামের যাত্রা শুরু

কারা কর্মকর্তাদের কারাভ্যন্তরে মাদকনীর্ভরশীলদের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

হেলথ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরামের যাত্রা শুরু

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি

সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সার্বজনীন স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম"।

১৭ নভেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মিলনায়তনে ফোরামের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি বলেন, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিদেশী আর্থিক নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, এই ফোরামের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য সেবায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের সেকেন্ড সেঞ্চুরী অ্যাম্বাসেডর লায়ন অধ্যাপক ডা. এম ফখরুল ইসলাম, পিএমজেএফ। এছাড়া প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক জেলা গর্ভনর, লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল (জেলা ৩১৫ এ২) লায়ন শেখ আনিসুর রহমান, পিএমজেএফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

উল্লেখ্য যে, উক্ত সময়কালের মাঝে ৮১ জন জীবন ও নিয়মিত সদস্য নিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম যাত্রা শুরু করে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত বা এককালিন আর্থিক অনুদান দিয়ে এই ফোরামের নিয়মিত সদস্য, জীবনসদস্য অথবা পেট্রোন হতে পারবে।

মনোযত্ন কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল

মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ" এই প্রতিপাদ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের বিশেষায়িত উদ্যোগ মনোযত্ন কেন্দ্রের উদ্যোগে ১০ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ১৪ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক ও বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ডঃ এস এম খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কামালউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের কমিউনিটি এন্ড সোসাল সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান (দিনা)। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য মনকে পরিচর্যা করতে হবে। মন কি-তা সাধারণ মানুষকে চিনিয়ে দিতে হবে। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মনোযত্ন কেন্দ্রের সমন্বয়ক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী মো. আমির হোসেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বরাত দিয়ে জানান, প্রতি বছর সারাবিশ্বে ৩০০ মিলিয়ন মানুষ বিষণ্ণতায় ভুগছে এবং এদের মধ্যে ৮ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে। আমির হোসেন আরো জানান, আত্মহত্যা করছেন এমন মানুষগুলোর বেশিরভাগই মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন ঃ

"মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা"এই শিরোনামে ৩টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসটি উদযাপনে পারিবারিক সভা আয়োজন করা হয়।

১০ অক্টোবর আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে উক্ত কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দিবসের

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

সম্পাদকীয়

বর্তমানে মানুষের আয়ের একটা বড় অংশ স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যয় হয়। যার জন্য নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের অনেকের এই ব্যয়ের সাথে নিজেদের আয়ের অসংগতি থাকার কারণে সঠিক সময়ে সকল সেবা গ্রহণ করতে পারে না। যার জন্য এ সকল মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষতির আশংকাও বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্বাস্থ্য ব্যয় মেটাতে গিয়ে বাংলাদেশে প্রতিবছর সাড়ে ৫২ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে পারিবারিক ব্যয়ের ১০ শতাংশের বেশি স্বাস্থ্য ব্যয়ই হচ্ছে আকস্মিক স্বাস্থ্য ব্যয়। যে কারণে বাংলাদেশের ১৪ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ প্রতিবছর যথোপোযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে না। বর্তমানে দেশে শহর-গ্রাম যেখানেই হোক, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। এসকল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দরকার দেশের সর্বস্তরের মানুষের সহায়তা।

এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সহায়তা এবং দেশের সুবিধা-বঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের নতুন কার্যক্রম "আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম"। এবং এই ফোরামের যেকোন সদস্যগণ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, ক্যান্সার হাসপাতাল, যে কোন সাধারণ চিকিৎসা প্রদানকৃত হাসপাতাল, মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে পাবেন আর্থিক সহায়তা। এর মাধ্যমে দেশের মানুষের সেবাকে এগিয়ে নিতে ও স্বাস্থ্যখাতে টেকসই উন্নয়নে এই ফোরাম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

ত্রৈমাসিক আহ্ছানিয়া বার্তা

১০ম বর্ষ
৩৫তম সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান
মোঃ মনিরুজ্জামান
উম্মে জান্নাত

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

২য় পৃষ্ঠার পর মনোযত্ন কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব মানসিক...

তাৎপর্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব তুলে ধরে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন চিকিৎসা কেন্দ্রের কাউন্সেলর মাহমুদুল হাসান কবির। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের মনোযত্ন কেন্দ্রের সমন্বয়ক মোঃ আমির হোসেন। এছাড়া সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসা কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মিজানুর রাহমান, কাউন্সিলর আনন্দ মোহন, কেস ম্যানেজার আব্দুল মান্নানসহ অন্যান্যরা।

সভায় বক্তব্য প্রদান করেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোঃ আব্দুস সালাম (সেলিম)

একই ধারাবাহিকতায় ১০ অক্টোবর আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র- যশোরে চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন চিকিৎসা কেন্দ্রের কাউন্সেলর আবু হাসান মন্ডল। সভায় প্রধান আলাচক ছিলেন ডাঃ মোঃ আব্দুস সালাম (সেলিম), মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, সহকারী অধ্যাপক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুষ্টিয়া। এছাড়া সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসা কেন্দ্রের কেস ম্যানেজার মোঃ আকরাম হোসেনসহ অন্যান্য ষ্টাফগণ।

সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করছেন কাউন্সেলর ফায়রুজ জীহান

ঢাকা নারী কেন্দ্রে এই দিবস উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে ১৩ অক্টোবর পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। সভাটি ডাম, হেলথ সেক্টরের ট্রেনিং রুমে আয়োজন করা হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদগন। এরপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফায়রোজ জীহান। উক্ত সভায় বিশেষজ্ঞ আলোচক ছিলেন ডা. আক্তারুজ্জামান সেলিম, মনোচিকিৎসক ও এ্যাডিকশন প্রফেশনাল এবং ডা. সাইফুন নাহার, সহকারী অধ্যাপক, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। মূল বিষয় আলোচনার পরে মুক্ত আলোচনা শুরু হয় এ সময় সভার আলোচকগণ অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভার শেষে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন মনোযত্ন কেন্দ্রের সমন্বয়ক মোঃ আমির হোসেন।

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন...

৩য় পৃষ্ঠার পর মনোযত্ন কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব মানসিক...

উল্লেখ্য বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে ২৯ জনেরও বেশি মানুষ আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার ঝুঁকিহ্রাসে কার্যকরি যে ৮টি উপায়ের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এর মাঝে পারিবারিক সামাজিক বন্ধন, সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা এবং প্রিয়জনের সান্নিধ্য অন্যতম। প্রতিটি সভায় উপস্থিত বক্তারাও তাই সকলকে নিজের এবং তার পরিবারের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

কারাগারে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ডাম আইআরএসওপি প্রকল্পের উদ্যোগে দিবসের প্রতিপাদ্যের উপর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ ও কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দিবসের তাৎপর্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরত্ব তুলে ধরে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রকল্পের রিহ্যাবিলিটেশন সুপারভাইজার কামকাউন্সেলরগণ। আলোচনায় বক্তারা বন্দীদের অপরাধী জীবন থেকে দূরে থাকা ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে মানসিক যত্ন ও পারিবারিক সম্পর্কের উপর গুরত্বারোপ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার, জেলার, ডেপুটি জেলসুপার, ডেপুটি জেলারগণ।

কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে আইআরএসওপি প্রকল্পের কার্যক্রম

কারা কর্মকর্তাদের কারাভ্যন্তরে মাদকের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও কারা অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে ডাম আই আরএসওপি প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫ নভেম্বর ঢাকা কারা সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ ইনসটিটিউটে ও ২২ ডিসেম্বর কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর সম্মেলন কেন্দ্রে কারাভ্যন্তরে মাদকসক্ত বন্দীদের সঠিকভাবে চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ২ দিনব্যাপি মাদকের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কেএম মোস্তফা কামাল পাশা। এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্ণেল মোঃ আবরার হোসেন, কারা উপ-মহাপরিদর্শক (ঢাকা বিভাগ) টিপু সুলতান, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার, জেলার, জিআইজেড বাংলাদেশের রুল অফ ল এর কর্মকর্তা ও ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। প্রশিক্ষণে ২ ব্যাচে দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে মোট ৪০ জন কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণগুলতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মাদকাসক্তি বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশিক্ষিত ও সনদপ্রাপ্ত পেশাজীবী ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীগণ।

কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে প্রশিক্ষণ অব্যাহত

১৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জে মাশরুম চাষ বিষয়ের উপর ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ডেপুটি জেলার মোসাৎ শিল্পী আক্তার।

প্রশিক্ষণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্রের উপ-পরিচালক ডঃ নিরোধ চন্দ্র সরকার।

উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্রের উপ-পরিচালক ডঃ নিরোধ চন্দ্র সরকার, মাশরুম বিশেষজ্ঞ ডঃ আক্তার জাহান কাকন উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণটি ২২ কর্ম দিবসে সমাপ্ত করা হবে।

কারাবন্দীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী সনদ বিতরণ

৮ ডিসেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং (৩য় ব্যাচ), ১৯ ডিসেম্বর কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ হর্টিকালচার এন্ড নার্সারী ডেভেলপমেন্ট এবং ১লা ডিসেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ পরবর্তী সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের অতিথিদের কাছ থেকে সনদপত্র গ্রহণ করছেন একজন প্রশিক্ষনার্থী

উক্ত সনদপত্র অনুষ্ঠানগুলোতে সংশ্লিষ্ট কারাগারগুলোর, সিনিয়র জেল সুপার, জেলার, ডেপুটি জেলার, প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক ও ডাম প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ প্রশিক্ষণ গুলোতে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন নেয়া হয়। উল্লেখ্য সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষে মোট ৮৮ জন কারাবন্দী সনদপ্রাপ্ত হন।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে মনোসামাজিক শিক্ষামূলক পারিবারিক সভা

মাদকাসক্তি একটি পুনঃআসক্তিমূলক রোগ তাই এই রোগ প্রতিরোধে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার পাশাপাশি চিকিৎসা চলাকালীন ও পরবর্তীতে সুস্থতার জন্য তার পরিবারের ভূমিকাও অপরিসীম। এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগীর পরিবারের সদস্য নিয়ে পারিবারিক সভা আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৩টি কেন্দ্রে পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাজীপুর কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন কাউন্সেলর আনন্দ বর্মন

৮ নভেম্বর আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে মনোসামাজিক শিক্ষা প্রদান বিষয়ক পারিবারিক সভা আয়োজন করা হয়। সভায় ১৩ জন রোগীর পরিবার থেকে ২১ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রদান করেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান। "পুনঃআসক্তি প্রতিরোধে চিকিৎসাকালীন ও চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে পরিবারের ভূমিকা" সম্পর্কে কাউন্সেলর আনন্দ মোহন বর্মন । এরপর কেস ম্যানেজার আব্দুল মান্নান বলেন চিকিৎসাকালীন সময়ে যে নিয়মের মাঝে থাকেন একজন রোগী সেই একইভাবে যেন একজন রোগী বাড়িতে ফিরে যাবার পর তার জীবনে দৈনন্দিন রুটিন মেনে চলেন সেই বিষয়ে পরিবারকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সবশেষে কেন্দ্র ব্যবস্থাপক সকল অভিভাবকদের সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্তি করেন।

যশোর কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

একই উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে ২১ ডিসেম্বর আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরে চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসাকালীন সময়ে রোগীর পরিবারের চিকিৎসা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। যশোর কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ আমিরুজ্জামান (লিটন) শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। পরে যশোর কেন্দ্রের কাউন্সেলর মোঃ আবু হাসান মন্ডল সভার মূল বিষয়ে আলোচনা করেন। মুক্ত আলোচনা পর্বে অভিভাবকগণের কেন্দ্রের চলমান সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য স্টাফগণ।

ঢাকা নারী কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন ডাঃ এস এম আতিকুর রহমান

২৮ ডিসেম্বর আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। এবারের সভার আলোচ্য বিষয় ছিলো "পুনঃআসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা"। সভার শুরুতে সভার উদ্দেশ্যে নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন উক্ত কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার, উম্মে জান্নাত। পরবর্তীতে বিষয়ে মূল বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের কনসালটেন্ট ডাঃ এস এম আতিকুর রহমান। সভায় বিশেষজ্ঞ আলোচক পুনঃআসক্তি প্রতিরোধে কি কি পরিকল্পনা করতে হবে সেক্ষেত্রে পরিবার কিভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মূল বিষয় আলোচনার পরে মুক্ত আলোচনা শুরু হয় এ সময় সভার আলোচক, কাউন্সেলরগণ অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

মাদকবিরোধী সেমিনার

যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজে ১৪ নভেম্বর 'মাদকের ভয়াবহতা শীর্ষক এক সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয়েছে। আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরের সহযোগিতায় যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর জেলা পুলিশ ও জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় যশোর এ সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় যশোর উপ-পরিচালক বাহাউদ্দিন রানা। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন...

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ, লেঃ কর্নেল মোঃ গোলাম মোস্তফা (এই

৫ম পৃষ্ঠার পর মাদক সেমিনার...

এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ, লেঃ কর্ণেল মোঃ গোলাম মোস্তফা (এইসি)। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ও বক্তব্য প্রদান করেন দেন যশোর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গোলা রাব্বানী (ক-সার্কেল)। অনুষ্ঠানে সচিত্র উপস্থাপনা করেন ডাম যশোর কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. আমিরুজ্জামান (লিটন)। সেমিনারে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসায় সুস্থ বিনোদন চিকিৎসার জন্য সহায়ক হিসাবে কাজ করে পাশাপাশি সুস্থ বিনোদনের আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ফুটিয়ে তোলে সেই অলোকেই আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর, গাজীপুর ও ঢাকাতে অবস্থিত নারী কেন্দ্রে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন কে কেন্দ্র করে কেন্দ্র ৩ টিতে দিনব্যাপী বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। দিবস উদ্‌যাপনের শুরু হয় সকালের প্রার্থনায় ষ্টাফ রোগী সকলের অংশগ্রহণে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যেমে এরপর পতাকা উত্তোলন, দেয়ালিকা তৈরি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, নারী কেন্দ্রে আয়না রিকোভারী গ্রুপের সাথে বিশেষ সভাসহ কেন্দ্রে ছিলো বিশেষ খাবার আয়োজন করা হয়। এছাড়া যশোর কেন্দ্রে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পেশাদার গাড়ি চালকদের তামাকনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে

ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামে সেশন প্রদান করছেন ডাম তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার শুভালি নোমান

২৬ নভেম্বর ও ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এর উদ্যোগে ঢাকার জোয়ার সাহারা বাস ডিপো খিলক্ষেতের প্রশিক্ষণ কক্ষে "পেশাজীবি গাড়িচালকদের পেশাগত দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষতি বিষয়ক তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন ডাম, স্বাস্থ্য সেক্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ। ২৬ নভেম্বরের ওরিয়েন্টশন শেষে প্রোগ্রামের মাঝেই ১০ জন পেশাজীবি গাড়ি চালক ধূমপান ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

রিট্রিট প্রোগ্রাম পেপসেপ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

রিট্রিট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীগণ

"সবাই মিলে করবো কাজ, গরীব-দুঃখীর অভ্যাসগত আচরণ পরিবর্তনে স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি হবে সহজ"- এই শ্লোগানকে উপজীব্য করে প্রকল্প কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষে পেপসেপ প্রকল্পের উদ্যোগে ১-৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ দিন ঢাকার উত্তরখান-ময়নারটেক এলাকার গ্রীনভিউ রিসোর্টে পেপসেপ প্রকল্পের রিট্রিট আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামে প্রকল্পের সকল ষ্টাফ,ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালক ইকবাল মাসুদ পার্টনার সংস্থা খ্রিস্টান-এইড, দাতা সংস্থা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি মোট ২২ জন অংশগ্রহণ করেন। রিট্রিটে প্রকল্পের অগ্রগতি, রেজাল্ট চেইন ও প্রকল্প মাইলষ্টোন পর্যালোচনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। কার্যক্রম পরিচালনা ও ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন খ্রিস্টান এইড বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা আফরোজ এবং পেপসেপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুজ্জামান মনির।

সাভার ও সাতক্ষীরাতে বেসরকারি ক্লিনিকের প্রতিনিধিদের জন্য হেল্‌থ ভাউচার স্কিমের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর ও কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স টুলস্ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ও কার্যক্রম পরিচালনা কৌশলের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রকল্প মনোনীত হাসপাতালের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণগুলো ২৮-৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সাভার পৌরসভা এলাকায় এবং ২২-২৪ অক্টোবর সাতক্ষীরা এলাকায় মোট ৯ ব্যাচের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সর্বমোট ১৪৪ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি (বিএনএ) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম

ইমাম প্রশিক্ষণ সেশন এ বক্তব্য প্রদান করছেন টেকনিকাল পরিচালক ডা. সুবির কুমার সাহা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি (বিএনএ) প্রকল্পটির আওতায় প্রতিবেদন সময়কালে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এর মাঝে ছিলো পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলা, মির্জাগঞ্জ উপজেলা এবং কলাপাড়া উপজেলায় নির্বাচিত গ্রোথ সেন্টারসমূহের গ্রামীণ বাজার এবং জাতীয় পর্যায়ের সরবরাহকারীদের ও ভ্রাম্যমান বিক্রয় প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কসমূহের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ী সমিতির নের্তৃবৃন্দ এবং ভেন্ডরদের সাথে ৯টি সভা আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন বাজার গ্রোথ সেন্টার থেকে মোট ৩৮৯ জন ভেন্ডর অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পভূক্ত ৯ টি গ্রোথ সেন্টারের এলাকার মসজিদের ইমামদের নিয়ে মোট ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পটুয়াখালীর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণে ১৭৯ জন ঈমাম অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, সহকারি পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান এবং মাস্টার ট্রেইনার মো. আব্দুল হালিম। প্রশিক্ষণ শেষে ইমামগণ ''ইসলামের আলোকে পুষ্টি, পানি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ'' মডিউলের অনুকরণে শুক্রবারে খুতবার সময় এবং অন্যান্য নামাজের পরে, মক্তবে পাঠ-পঠনের সময়, ওয়াজ মাহফিল, বিয়ের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য দু'আ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে উক্ত বিষয়ে কাজ করার জন্য প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ডাম আরবান প্রকল্পের স্টাফ ওরিয়েন্টেশন

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম পি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের আরবান প্রাইমারী হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়ে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এ ২টি, রাজশাহীতে ১টি ও কুমিল্লাতে ১টি এই ৪টি পার্টনারশীপ এলাকায় প্রকল্প পরিচালনা করছে। ১৯ নভেম্বর ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়, ডিএনসিসি, পিএ-৩ ও ডিএসসিসি, পিএ-৩ এর স্টাফ ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম পি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকল্প পরিচালক মো. আবদুল হাকিম মজুমদার এনডিসি (অতিরিক্ত সচিব)। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে ডাম নির্বাহী পরিচালক ড. এহছানুর রহমান, ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের, পরিচালক ইকবাল মাসুদ, সহকারি পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান, ঢাকার দুটি পাটনারশিপ এলাকার প্রকল্পের ষ্টাফগণ উপস্থিত ছিলেন। স্টাফ ওরিয়েন্টেশনের প্রকল্পের কার্যক্রম, আর্থিক ও প্রশাসনিক নিয়ম ও কাজের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধনী প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর হোসনে আরা শেফালী

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প ডিএসসিসি পিএ-৩ ২য় পর্যায়ের উদ্যোগে বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর হোসনে আরা শেফালী এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুক্তি রানী সাহা এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ। ক্যাম্পটিতে ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের ইউপিএইচ সিএসডিপি ডিএসসিসি

বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৭ম পৃষ্ঠার পর বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজে ...

পিএ-৩ প্রকল্প ২য় পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন উক্ত প্রকল্পের ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া। ক্যাম্পটির মাধ্যমে ৩০ জন শিক্ষার্থীর রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা এবং ৬৫ জন কে টিটি টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ১০০ জন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন মেডিকেল অফিসার ডা. ফারহানা রহমান। উক্ত ক্যাম্পটিতে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি মেডিকেল টিম কাজ করেন।

এছাড়াও মেডিকেল ক্যাম্পের সাথেই উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক তথ্য বুথ স্থাপন করা হয়। উক্ত বুথে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক তথ্য সম্বলিত ব্রুশিয়ার, পোস্টার, ষ্টিকার প্রদর্শন ও শিক্ষার্থীদের মাঝে তা বিতরণ করা হয়।

হেনা আহমেদ হাসপাতালে দরিদ্র পরিবারের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

১২ অক্টোবর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হেনা আহমেদ হাসপাতাল, আলমপুর, হাঁসাড়া, মুন্সিগঞ্জ-এ পারিবারিক বনায়ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জ হাঁসাড়া ইউনিয়নের চারটি গ্রামের ২০০ দরিদ্র পরিবারকে তিনটি করে মোট ৬০০টি বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ওয়েসিস লায়ন্স ক্লাব এর প্রাক্তণ সভাপতি ও ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। উক্ত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোসাম্মত রহিমা আকতার ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিএমজেএফ, ফাউন্ডার লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের লায়ন শেখ আনিসুর রহমান। গাছের চারা প্রদানের পাশপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বাউল সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়।

গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীর হাতে চারা তুলে দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের অতিথি

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীগণ

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে এ অনুষ্ঠিত ৩য় ইন্টারন্যাশনাল দি ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নলেজ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স অন ফুড,নিউট্রশন এবং লাইফস্টাইল প্রোগ্রামে স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ইউপিএইচসিএসডিপি প্রকল্প-২য়, ডিএসসিসি,পিএ ৩ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্সটি ৭ থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সটি আয়োজনে ছিল দি ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নলেজ ম্যানেজমেন্ট।

অটোমেশনের যাত্রা শুরু হলো ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের

১৭ নভেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের অফিসে স্বাস্থ্য সেক্টর ও আম্বালা আইটির মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাস্থ্য সেক্টরের একাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট ও এইচ আর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার তৈরিতে সহায়তা প্রদান করবে আম্বালা আইটি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ ও আম্বালা আইটির পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আরিফ সিকদার। চুক্তি স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডাম ও আম্বালা ফাউন্ডেশনের সদস্যগণ

আমিক, বাড়ি-১৫২/ক, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪
আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, web: www.amic.org.bd